বাংলা অনুবাদ যতই সুনিপূণ হোক না কেন তা আল্লাহর অমিয় বানীর মর্মার্থ পুরোপুরি আদায়ে সক্ষম নয়।

কোরআনের অনুবাদ হলো অনুবাদকের মেধাশক্তি দিয়ে কোরআনকে বুঝার প্রয়াস মাত্র, যার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত মানবীয় ভুলত্রুটি, অপূর্ণতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

সম্মানিত তেলাওয়াতকারীর প্রতি অনুরোধ কোন প্রকার অপূর্ণতা, অনিচ্ছাকৃত মানবীয় ভুলত্রুটি নজরে আসলে আমাদের জানাবেন যেন পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করা যায়, ইনশাআল্লাহ!

যাদের উদ্যোগ ও উছিলায় এই কালার কোডেড সহজ কোরআন আপনার হাতে পৌঁছেছে- তাদের জন্য আপনার দোয়া ও মোনাজাতের একাংশে আল্লাহর কাছে মাগফিরাত ও জান্নাত চাইবেন ইনশাআল্লাহ। সেই সাথে সমস্ত মুসলিম মিল্লাতকে অন্তর্ভুক্ত করতে ভুলবেন না।

হে আল্লাহ, আপনি এই চেষ্টা কবুল করে নিয়ে পাঠক সহ সবাইকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদৌস প্রদান করুন। আমীন

নিবেদক
ওয়ান পাবলিকেশন, লন্ডন।
ফেব্রুয়ারী-২০২৫

ISBN 979-8-3507-1754-9
9 7983507 17549EST

তাফসীর প্রিমিয়াম এডিশন | রমাদান ২০২৫

ONE PUBLICATION WAQF

কালার কোডেড উচ্চারণ ও অনুবাদসহ

ORIGINAL

সহজ কোরআন

NO. 1

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: *শায়খ মুহাম্মদ নাসিরুদ্দিন খাকী*
গবেষণা ও উপস্থাপনায়: মুহাম্মদ ইব্রাহীম ইবনে আদম
অনুবাদ: *অধ্যাপক মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক*
অনুবাদ সংগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা: ওয়ালীউল্লাহ মাসরুর | তাওহীদ পাবলিকেশন

© *কপিরাইট ও সর্বস্বত্ব: প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত*

ONE PUBLICATION WAQF
LONDON- NEWYORK | MECCA | DHAKA

সূরা ফাতিহা

আল্লাহর সাথে বান্দার কথোপকথন

বান্দা যখন বলে: আলহামদু লিল্লা-হি রববিল 'আ-লামীন।
আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।

বান্দা যখন বলে: আররহমা- নির রহীম।
আল্লাহ তখন বলেন: আমার বান্দা আমার গুণগান করল।

বান্দা যখন বলে: মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দ্বীন।
আল্লাহ তখন বলেন: বান্দা আমার মর্যাদা বর্ণনা করল।

বান্দা যখন বলে: ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন।
আল্লাহ তখন বলেন: এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত এবং বান্দার জন্য তাই রয়েছে যা সে চাইবে।

অতঃপর বান্দা যখন বলে: ইহদিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম;
ছির-ত্বল লাযীনা আন'আমতা
'আলাইহিম, গইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম
ওয়া লাদ্ব দ্ব-ল্লীন। আমিন
আল্লাহ তখন বলেন: এসব তো আমার বান্দার জন্য এবং আমার বান্দা যা চাইবে তার জন্য তা-ই রয়েছে।

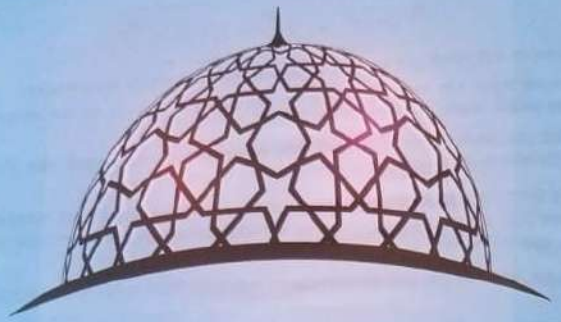
[মুসলিম-৩৯৫]

ج জীম	ث ছা	ت তা	ب বা	ا আলিফ
ر র	ذ যাল	د দাল	خ খ	ح হা
ض দ-দ	ص ছ-দ	ش শীন	س ছীন	ز ঝা
ف ফা	غ গইন	ع 'আইন	ظ জ-	ط ত্ব-
ن নূন	م মীম	ل লাম	ك কাফ	ق ক্ব-ফ
ي ইয়া	ء হামযাহ	لا লাম আলিফ	ه হা	و ওয়াও

"অতপর
ন তোমরা
শেষ কর,
য়ে, বসে
অবস্থায়
কির কর"
নিসাঃ ১০৩]

কে ডাক,
দিব"
-৬০]

হ ওয়াদা
না"
ন-০৯]



হে আমার রব, আপনার নিকট দোয়া করে আমি কখনো ব্যর্থ হইনি।

[সূরা মারইয়াম ৪]

হে আসমানসমূহ ও যমীনের স্রষ্টা দুনিয়া ও আখিরাতে আপনিই আমার অভিভাবক, আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে আমাকে যুক্ত করুন। *[সূরা ইউসুফ ১০১]*

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।

[সূরা বাক্বারা ২৮৬]



রঙ্গীন হরফে তাজভীদের নিয়মাবলী

- **ইখফা** ঃ যদি নূন সাকিন (نْ) বা তানবীন (ً ٍ ٌ) এর পর এই পনেরটি হরফ ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ ف ق ك হতে কোন একটি হরফ আসে তাহলে গুন্নাহ সহকারে (হালকা নাকের ভিতর হতে উচ্চারণ করে) পড়তে হবে। যেমন- مِنْكُمْ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ
- **গুন্নাহ** ঃ গুন্নাহ নাকের ভিতর হতে তৈরী হয় যা نّ ও مّ এ পাওয়া যায়। যেমন- اَمَّ-اَنَّ
- **ইখফায়ে মীম সাকিন** ঃ যখন مْ এর পরে ب অক্ষর আসে তখন গুন্নাহ হয় (নাকের ভিতর হতে হালকা আওয়াজে উচ্চারণ করতে হয়।) যেমন- اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
- **ইদগাম** ঃ যদি نْ বা ً ٍ ٌ এর পর ر و ل ن ى হতে যে কোন একটি হরফ আসে তাহলে গুন্নাহ সহকারে মিলিয়ে পড়তে হবে। যেমন- قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ
- **কুলকুলা** ঃ যদি ب ج د ط ق এর যে কোন হরফের উপর সাকিন হয় বা বাক্য শেষ করার কারণে থামতে হয় যা সাকিন আকারে পড়তে হয় তাহলে এটি প্রতিধ্বনি আকারে বা ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয়। যেমন- اِقْتَرَبَ
- **ক্বলব** ঃ نْ বা ً ٍ ٌ এরপর ب হরফ আসলে নূন সাকিন বা তানবীনকে م হরফের সাথে বদল করে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। اَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا
- **ইদগাম মীম সাকিন** ঃ مْ সাকিনের পর আরেকটি م অক্ষর আসলে দুটি م কে একসাথে মিলিয়ে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হবে। যেমন- فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

রাব্বানা/ আল্লাহুম্মা দিয়ে শুরু দোয়ার আয়াতগুলো বুঝাতে অনুবাদে গোলাপী রং ব্যবহার করা হয়েছে।

১. কোরআনের ডান সাইড থেকে খুললে: ১১৪টি সূরা পৃষ্ঠা: ২-৬৮২

বাম সাইড থেকে খুললে: বিস্তারিত সূচীপত্র

২. কোরআনের ১১৪টি সূরার বিস্তারিত সূচী ও পৃষ্ঠা নাম্বার পৃষ্ঠা: ১০-১৩
৩. মোটিভেশনাল কোরআনের আয়াত, হাদিস ও দোয়া পৃষ্ঠা: ১৪-৮৪

৪. কোরআনের অসাধারণ কিছু আয়াত : ৪
৫. রঙ্গীন হরফে তাজভীদের নিয়মাবলী : ৫
৬. কোরআন শরীফে ব্যবহৃত ওয়াকফের (বিরতির) চিহ্ন ও তার বিবরণ : ৬৮৩
৭. কোরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত সমূহ : ৬৮৪
৮. কোরআনের প্রয়োজনীয় সহজ দোয়া সমূহ : ৫৯
৯. আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ : ৮৩
১০. আল্লাহর উপর ভরসা (তাওয়াক্কুল) আল্লাহ-ই যথেষ্ট ও লজ্জাশীল মহান দাতা: ৩৬
১১. কি চমৎকার একটি কোরআনিক দোয়া : ৪৩
১২. সূরা ইখলাস | ফালাক্ব | নাস এর ফযীলত : ৩৮
১৩. কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার অত্যন্ত সহজ দোয়া : ৩৮
১৪. কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পেতে রাসূল (সা.) যে দোয়া পড়তেন : ৩৯
১৫. মন্দভাগ্য থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া : ৩৯
১৬. তিনটি আমল আপনাকে নিয়ে যাবে জান্নাতে : ৪১
১৭. আয়াতুল কুরসী | সূরা মুলক | সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার | তাকদির : ৪১
১৮. রহমানের বান্দা কারা : ৬৩
১৯. আল্লাহর ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম : ৪১
২০. ক্ষমা প্রার্থনা বা ইস্তেগফার : ৪২
২১. ঋণ পরিশোধের দোয়া : ৩৯
২২. পাহাড় সমপরিমান ঋণ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া : ৪০

২৩. ৪ বাক্যের বিশেষ একটি যিকির যা সারাদিনের সমস্ত যিকির থেকে উত্তম : ৪২
২৪. বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে এই দোয়া পড়লে কী ঘটে? : ৪৩
২৫. দিনে এক হাজার পূন্য অর্জনের সহজ আমল : ৪৩
২৬. চারজন গোলাম আযাদ করার সওয়াব : ৪৪
২৭. সবচেয়ে ভালো আমল : ৪৪
২৮. জাহান্নাম থেকে রক্ষা ও জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল : ৪৫
২৯. দুরুদ ও সালাম এবং দুরুদের ফযীলত সম্পর্কিত হাদিস সমূহ : ৪৪
৩০. লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ-এর ফযীলত : ৪৫
৩১. যবানে ছোট-মিযানে (পাল্লায়) ভারি এবং আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয় : ৪৫
৩২. অবহেলিত গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজ : ৪৬
৩৩. ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক বদনজর কিন্তু লেগে যায়! সাবধান : ৪৬
৩৪. আল্লাহই রিযিক দাতা : ৪৭
৩৫. কোরআনুল কারীমে খেজুরের মর্যাদা : ৪৭
৩৬. কখন আল্লাহ খুব দ্রুত দোয়া কবুল করে থাকেন? : ৪৬
৩৭. কোরআন তেলাওয়াতের ফযীলত : ৫৬
৩৮. রাসূল (সা.) এর চিকিৎসা : ২৬
৩৯. হারিয়ে যাওয়া কিছু সুন্নাহ যা আমরা ভুলেই গেছি : ৫৭
৪০. কারো জায়গা-জমি অন্যায় ভাবে দখল করা : ৭৭
৪১. তিনটি ব্যবসায় কোন লোকসান নেই : ৭৭
৪২. হাদিসে কুদসী : ৭৭
৪৩. ইমাম নববীর হাদিস সমূহ : ৮১
৪৪. আল্লাহর দয়ার মাত্র ১ ভাগ দুনিয়াতে দিয়েছেন! : ৭৫
৪৫. বিপদ আপদের বিনিময়ে আল্লাহ বান্দাকে মাফ করে দেন : ৭৫
৪৬. আয়ু বৃদ্ধি করতে চান? নারী ও পুরুষের নামাজে পার্থক্য... : ৭৫
৪৭. জামায়াতে সালাত আদায়ের বিশাল ফযীলত ও আল্লাহ খুশি হন : ৭৫

১১৪ টি সূরার নাম, নামের অর্থ ও আয়াত সংখ্যা

সূরার নাম	সূরার নামের অর্থ	পৃষ্ঠা নং	আয়াত সংখ্যা
১ : আল ফাতিহা	সূচনা	২	০৭
২ : আল বাক্বারা	বকনা-বাছুর	৩	২৮৬
৩ : আলে ইমরান	ইমরানের পরিবার	৫৪	২০০
৪ : আন নিসা	মহিলা/নারী	৮২	১৭৬
৫ : আল মায়িদাহ	খাদ্য পরিবেশিত টেবিল	১১২	১২০
৬ : আল আন'আম	গৃহপালিত পশু	১৩৫	১৬৫
৭ : আল আ'রাফ	উচু স্থানসমূহ	১৬০	২০৬
৮ : আল আন্‌ফাল	যুদ্ধে-লব্ধ ধনসম্পদ	১৮৮	৭৫
৯ : আত্ তাওবা	অনুশোচনা	১৯৯	১২৯
১০ : ইউনুস	নবী ইউনুস	২২১	১০৯
১১ : হুদ	নবী হুদ	২৩৭	১২৩
১২ : ইউসুফ	নবী ইউসুফ	২৫৩	১১১
১৩ : আর রা'দ	বজ্র ধ্বনি	২৬৮	৪৩
১৪ : ইব্‌রাহীম	নবী ইব্রাহিম	২৭৬	৫২
১৫ : আল হিজর	পাথুরে পাহাড়	২৮৩	৯৯
১৬ : আন নাহল	মৌমাছি	২৯০	১২৮
১৭ : বনী ইসরাঈল (আল ইসরা)	ইসরাঈলের সন্তানগণ	৩০৬	১১১
১৮ : কাহফ	গুহা	৩২০	১১০
১৯ : মারইয়াম	মারিয়াম(নবী ঈসার মা)	৩৩৩	৯৮
২০ : ত্বো-হা	ত্বো-হা	৩৪২	১৩৫
২১ : আল আম্বিয়া	নবীগণ	৩৫৩	১১২
২২ : আল হাজ্জ	হাজ্জ	৩৬৩	৭৮
২৩ : আল মু'মিনূন	বিশ্বাসীগণ	৩৭৫	১১৮
২৪ : আন নূর	আলো/জ্যোতি	৩৮৪	৬৪
২৫ : আল ফুরক্বান	সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ	৩৯৫	৭৭
২৬ : আশ শুআ'রা	কবিগণ	৪০৩	২২৭
২৭ : আন নামল	পিপীলিকা	৪১৪	৯৩
২৮ : আল ক্বাসাস	ঘটনা/কাহিনী	৪২৪	৮৮

১১৪ টি সূরার নাম, নামের অর্থ ও আয়াত সংখ্যা

সূরার নাম	সূরার নামের অর্থ	পৃষ্ঠা নং	আয়াত সংখ্যা
২৯ : আল আনকাবূত	মাকড়সা	৪৩৬	৬৯
৩০ : আর রূম	রোমান জাতি	৪৪৫	৬০
৩১ : লোক্বমান	একজন জ্ঞানী ব্যক্তি	৪৫২	৩৪
৩২ : আস সাজদাহ্	সিজদাহ	৪৫৬	৩০
৩৩ : আল আহযাব	জোট	৪৬০	৭৩
৩৪ : সাবা	রানী সাবা	৪৭২	৫৪
৩৫ : ফাতির	আদি স্রষ্টা	৪৭৯	৪৫
৩৬ : ইয়াসীন	ইয়াসীন	৪৮৬	৮৩
৩৭ : আছ ছফ্‌ফাত	সারিবদ্ধভাবে দাড়ানো	৪৯২	১৮২
৩৮ : ছোয়াদ	আরবি বর্ণ ছোয়াদ	৫০১	৮৮
৩৯ : আয্-যুমার	দল-বদ্ধ জনতা	৫০৭	৭৫
৪০ : আল মু'মিন (গাফির)	বিশ্বাসী	৫১৭	৮৫
৪১ : হা-মীম সাজদাহ্ (ফুছছিলাত)	সুস্পষ্ট বিবরণ	৫২৮	৫৪
৪২ : আশ শুরা	পরামর্শ	৫৩৫	৫৩
৪৩ : আয-যুখরুফ	সোনাদানা	৫৪২	৮৯
৪৪ : আদ দুখান	ধোঁয়া	৫৪৯	৫৯
৪৫ : আল জাসিয়াহ	নতজানু	৫৫২	৩৭
৪৬ : আল আহক্বাফ	বালুর পাহাড়	৫৫৭	৩৫
৪৭ : মুহাম্মদ	নবী মুহাম্মদ (সা:)	৫৬২	৩৮
৪৮ : আল ফাত্‌হ	বিজয় (মক্কা বিজয়)	৫৬৭	২৯
৪৯ : আল হুজুরাত	বাসগৃহসমূহ	৫৭২	১৮
৫০ : ক্বাফ	আরবি বর্ণ ক্বাফ	৫৭৬	৪৫
৫১ : আয যারিয়াত	বিক্ষেপকারী বাতাস	৫৭৯	৬০
৫২ : আত তূর	পাহাড়	৫৮৩	৪৯
৫৩ : আন-নাজম	তাঁরা	৫৮৫	৬২
৫৪ : আল ক্বামার	চন্দ্র	৫৮৯	৫৫
৫৫ : আর রহমান	অনন্ত করুণাময়	৫৯২	৭৮
৫৬ : আল-ওয়াক্বিআহ্	নিশ্চিত ঘটনা	৫৯৬	৯৬

মক্কায় অবতীর্ণ

আয়াত: ৭, রুকূ: ১

সূরা-১ :আল ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ

১। আল্‌হামদু লিল্লা-হি রব্‌বিল 'আ-লামীন। ২। আররহমা-নির

১. যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই জন্য। ২. যিনি করুণাময়

الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ

রহীম। ৩। মা-লিকি ইয়াওমিদ্ দীন। ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু

ও কৃপানিধান। ৩. যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক। ৪. আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি

وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾

ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তা'ঈন। ৫। ইহ্‌দিনাছ্ ছিরা-ত্বল্ মুস্তাক্বীম।

এবং কেবলমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। ৫. আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন কর ও তার প্রতি অটুট থাকার তাওফীক দান কর।

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ﴿۶﴾ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ

৬। ছিরা-ত্বল্ লাযীনা আন্ 'আম্‌তা 'আলাইহিম। ৭। গইরিল্ মাগদূবি

৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ। ৭. তাদের পথ নয়

عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾

'আলাইহিম ওয়া লাদ দ-ল্লীন।

যারা পথভ্রষ্ট ও পথভ্রষ্ট।

রুকূ ১

সূরা ফাতিহা: এই সূরার প্রথম দিকে রয়েছে আল্লাহর জন্য প্রসংশা, আর শেষে রয়েছে আল্লাহর কাছে বান্দার আবদার। [আল্লাহর সাথে বান্দার কথপোকথন বিস্তারিত: পৃষ্ঠা নং১] রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা সূরা ফাতিহা ধীরে ধীরে পাঠ করো কারণ, মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই এর জবাব দেন। [সহীহ মুসলিম: ৯১০], এই সূরা আরোগ্য লাভের নিয়তে পড়ে পানিতে ফু দিয়ে ঐ পানি পান করলে আল্লাহ রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। [বুখারী ৬/১৮৭] সূরা ফাতিহা পাঠ করে সাপে কাটা রুগিকে সুস্থ করে তোলার নজির হাদিসে রয়েছে। [বুখারী ৫৭৩৬]

মদীনায় অবতীর্ণ

আয়াত :২৮৬, রুকু:৪০

সূরা-২ :আল বাক্বারা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓ ۚ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۚ

১। আলিফ লা-ম মী-ম ২। যা-লিকাল কিতা-বু লা- রইবা: ফীহি,

১. আলিফ, লাম, মীম। ২. এটা ঐ (মহান) কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই,

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

হুদাল লিলমুত্তাক্বীন। ৩। আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিল গইবি

মুত্তাকীদের জন্য পথ নির্দেশ। ৩.যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে,

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾

ওয়া ইউক্বীমূনাছ ছলা-তা ওয়া মিম্মা-রঝাক্বনা-হুম ইউনফিকূন।

নামায কায়িম করে এবং আমি যে জীবনোপকরণ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ

৪। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিমা-উনঝিলা ইলাইকা ওয়ামা-উনঝিলা

৪. আর তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে

مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾

মিন ক্বলিক, ওয়া বিলআ-খিরতি হুম ইয়ূক্বিনূন।

তোমার পূর্বে তাতে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পরকালের প্রতিও তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।

দুটি নূর যা শুধুমাত্র রাসূল (সা.) কে দেওয়া হয়েছে, আগে অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি, তা হলো 'সূরা ফাতিহা' এবং 'সূরা বাক্বারার শেষ ২ আয়াত 'আমানার রাসূল' (আয়াত ২৮৫-২৮৬) "যে ব্যক্তি রাতের বেলা (আমানার রাসূল) পড়বে সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে" [বুখারি ৫০১০ মুসলিম ৮০৭], এই সূরাতেই আরো রয়েছে "আয়াতুল কুরসী" (আয়াত নং-২৫৫) প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর বান্দা তা পাঠ করলে জান্নাতে যেতে মৃত্যু ছাড়া তার আর কোন বাধা থাকবে না। [নাসাঈ : ৯৯২৮] রাতে ঘুমানোর আগে "আয়াতুল কুরসী" পাঠ করলে আল্লাহর পক্ষ হতে একজন হেফাযতকারী ফেরেশতা ঐ বান্দাকে সারারাত পাহারা দেয় এবং সকাল পর্যন্ত শয়তান তার কাছে আসতে পারে না [বুখারি-৫০১০]

وَ يَمُدُّهُمْ فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ

ওয়া ইয়ামুদ্দুহুম ফী ত্বুগ্ইয়া- নিহিম ইয়া'মাহূন। ১৬। উলা-ইকাল লাযীনাশ তারাউদ্ দলা-লাতা

(জবাবে) উপহাস করেন এবং তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের মত তাদেরকে ঘুরে মরার অবকাশ দেন। ১৬. তারাই হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহী

بِالْهُدٰى ۪ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَ مَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ

বিল হুদা- ফামা- রবিহাত তিজা-রতুহুম ওয়া মা- কা-নূ মুহ্তাদীন। ১৭। মাছালুহুম কামাছালিল

ক্রয় করেছে, কিন্তু তাতে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সৎপথপ্রাপ্তও নয়। ১৭. তাদের উদাহরণ, যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালালো,

الَّذِى اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّآ اَضَآءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَ تَرَكَهُمْ

লাযিস্ তাওক্বদা না-রন্; ফালাম্মা- আদ-আত মা- হাওলাহূ যাহাবাল ল-হু বিনূরিহিম ওয়া তারকহুম

তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারণ করে দিলেন এবং তাদেরকে এমন ঘন অন্ধকারে ফেলে দিলেন যে,

فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧﴾ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ﴿١٨﴾ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ

ফী যুলুমা-তিল লা- ইয়ুব্ছিরূন। ১৮। ছুমুম্মুম বুকমুন 'উম্ইয়ুন ফাহুম লা- ইয়ারজ্বিউন। ১৯। আও কাছাইয়্যিবিম মিনাছ

তারা কিছুই দেখতে পায় না। ১৮. তারা বধির, মূক (বোবা), অন্ধ; কাজেই তারা (হিদায়াতের দিকে) ফিরে আসবে না। ১৯. অথবা যেমন

السَّمَآءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّ رَعْدٌ وَّ بَرْقٌ ۚ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ

ছামা-ই ফীহি যুলুমাতুন্ ওয়া র'দুন্ ওয়া বারক্বুন্; ইয়াজ্'আলূনা আছ্-বি'আহুম ফী- আ-যা-নিহিম মিনাছ

আকাশের বর্ষণমুখর মেঘ, যাতে আছে গাঢ় অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক, বজ্রধ্বনিতে মৃত্যু ভয়ে তারা তাদের কানে

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۭ وَ اللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ

ছওয়া-'ইকি হাযারল মাওত্; ওয়াল্লা-হু মুহীত্বুম বিল্ কা-ফিরীন্। ২০। ইয়াকা-দুল বারক্বু ইয়াখ্তত্বফু

আঙ্গুল ঢুকিয়ে দেয়। আল্লাহ কাফেরদেরকে পরিবেষ্টন করে আছেন। ২০. বিদ্যুৎচমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় কেড়ে নেয়, যখনই বিদ্যুৎচমক তাদের

اَبْصَارَهُمْ ۭ كُلَّمَآ اَضَآءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيْهِ ۙ وَ اِذَآ اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا ۭ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ

আবছ-রহুম; কুল্লামা- আদ-আ লাহুম মাশাও ফীহি ওয়া ইযা- আজ্লামা 'আলাইহিম ক্-মূ; ওয়া লাও শা-আল্ল-হু

সামনে প্রকাশিত হয়, তখনই তারা পথ চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা থমকে দাঁড়ায়, আল্লাহ ইচ্ছে করলে

لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ اَبْصَارِهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٠﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ

লাযাহাবা বিছাম্'ইহিম ওয়া আবছ-রিহিম্; ইননাল্ল-হা 'আলা- কুল্লি শাই'ইন ক্বদীর। ২১। ইয়া-আইয়ুহান না-ছু

তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তি হরণ করতে পারতেন, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। ২১. হে মানুষ! 'তোমরা তোমাদের সেই

اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿٢١﴾

'বুদূ রব্বাকুমুল লাযী খলাক্বকুম ওয়াল্ লাযীনা মিন্ ক্বব্লিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকূন।

প্রতিপালকের 'ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার'।

الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

২২। আল্লাযী জা'আলা লাকুমুল আরদ ফির-শাওঁ ওয়াছ্ ছামা-আ বিনা-আওঁ; ওয়া আন্যালা মিনাছ ছামা-ই মা-আন

২২. যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তা দ্বারা

২২ নং আয়াত : আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় গোনাহ ৩টি ① আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। ② তোমার সাথে আহার গ্রহণ করবে এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। ③ তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা (ব্যভিচার) করা। [বুখারী ৪৪৭৭] রাসূল (সা.) বলেছেন যেনা হারাম, প্রতিবশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা অন্য ১০ জন নারীর সাথে যেনা করার থেকে তুলনামূলক ১০গুণ হালকা পাপ। *প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করার চাইতে নিজের মাথায় পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া উত্তম কাজ। [আল আদাবুল মুফরাদ। ১০২]

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

৫। উলা-ইকা 'আলা- হুদাম মির্রব্বিহিম; ওয়া উলা-ইকা হুমুল মুফ্লিহূন। ৬। ইননাল লাযীনা কাফারূ

৫. তারাই তাদের প্রতিপালকের হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, আর তারা সফলকাম। ৬. বিশ্চয় যারা কুফরী করেছে

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

ছাওয়া-উন্ 'আলাইহিম আআন্যার্তাহুম আম লাম তুন্যির্হুম লা- ইয়ু'মিনূন। ৭। খতামাল্লা-হু 'আলা- কুলূ-বিহিম

তাদেরকে তুমি ভয় দেখাও আর না দেখাও উভয়টাই তাদের জন্য সমান, তারা ঈমান আনবে না। ৭. আল্লাহ তাদের অন্তর ও

وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ ۭ وَ عَلٰٓى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَّ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٧﴾ وَ مِنَ النَّاسِ

ওয়া 'আলা- ছাম্'ইহিম্; ওয়া 'আলা- আব্ছ-রিহিম গিশা-ওয়াতুঁও; ওয়া লাহুম 'আযা-বুন 'আজীম। ৮। ওয়া মিনান্ না-ছি

কানের উপর মোহরাংকিত করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখে আছে আবরণ আর তাদের জন্য আছে মহা শাস্তি। ৮. মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে

مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨﴾ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ

মাই ইয়াকূলু আ-মান্না- বিল্লা-হি ওয়া বিল্ ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়া মা- হুম বিমু'মিনীন। ৯। ইয়ুখা-দি'উনাল্ল-হা

যারা বলে, "আমরা আল্লাহকে প্রতি এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। ৯. তারা আল্লাহ ও মু'মিনদেরকে

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَ مَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٩﴾ فِىْ قُلُوْبِهِمْ

ওয়াল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া মা- ইয়াখ্দা'উনা ইলল্লা- আনফুছাহুম ওয়া মা- ইয়াশ্'উরূন। ১০। ফী কুলূ-বিহিম

প্রতারিত করে, আসলে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না, কিন্তু এটা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। ১০. তাদের অন্তরে আছে

مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۢ بِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿١٠﴾

মারাদুন ফাযা-দাহুমুল্ল-হু মারাদা-; ওয়া লাহুম 'আযা-বুন আলীমুম বিমা- কা-নূ ইয়াকযিবূন।

ব্যাধি, অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি,কারণ তারা মিথ্যাবাদী।

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ ۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴿١١﴾ اَلَآ

১১। ওয়া ইযা- ক্বি-লা লাহুম লা- তুফ্সিদূ ফিল আরদি ক্-লূ- ইননামা- নাহনু মুছ্লিহূন। ১২। আলা-

১১. তাদেরকে যখন বলা হয়, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না'; তারা বলে, 'আমরা তো সংশোধনকারী'। ১২. মূলতঃ তারাই

اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَ لٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَآ

ইননাহুম হুমুল মুফ্ছিদূনা ওয়া লা- কিললা- ইয়াশ্'উরূন। ১৩। ওয়া ইযা- ক্বীলা লাহুম আ-মিনূ কামা-

তাআছাড়া সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। ১৩. যখন তাদেরকে বলা হয়, যে সব লোক ঈমান এনেছে

اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ كَمَآ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ۭ اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ

আ-মানান্ না-ছু ক্-লূ- আনু'মিনু কামা- আ-মানাছ্ ছুফাহা-উ; আলা- ইননাহুম হুমুছ্ ছুফাহা-উ

তাদের মতো তোমরাও ঈমান আন, তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেমন ঈমান এনেছে, আমরাও কি তেমনি ঈমান আনব'? আসলে তারাই নির্বোধ,

وَ لٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى

ওয়া লা-কিল লা- ইয়া'লামূন। ১৪। ওয়া ইযা- লাক্বুল লাযীনা আ-মানূ ক্-লূ- আ-মান্না; ওয়া ইযা- খালাও ইলা-

কিন্তু তারাতা' বুঝতে পারে না। ১৪. যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, "আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন তারা শিকুরে তাদের শয়তানদের

شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿١٤﴾ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

শাইয়া-ত্বীনিহিম ক্-লূ- ইননা- মা'আকুম ইননামা- নাহনু মুছ্তাহ্যিউন। ১৫। আল্ল-হু ইয়াছ্তাহ্যিউ বিহিম

(সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র'। ১৫. আল্লাহ তাদের সঙ্গে

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ইদগাম মীম সাকিন ইদগাম কুলকুলা কুলব গুন্নাহ্

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ؕ لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ ﴿٨٢﴾ فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا

কুল না-রু জাহান্নামা আশাদ্দু হার্‌র-; লাও কা-নূ ইয়াফক্বহূ-ন। ৮২। ফাল্‌ইয়াদ্‌হাকূ ক্বলীলাওঁ ওয়াল ইয়াব্‌কূ

বল, 'জাহান্নামের আগুনই তাপে প্রচণ্ডতম'। তারা যদি বুঝত! ৮২. তারা যেন কম হাসে এবং বেশী কাঁদে, তারা যে (পাপ) কামাই করছে তার

كَثِيْرًا ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٨٣﴾ فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ

কাছীরন; জাযা-আম বিমা- কা-নূ ইয়াকছিবূন। ৮৩। ফাইর রজা'আকাল্ল-হু ইলা- ত্ব-ইফাতিম মিনহুম

ফলস্বরূপ। ৮৩. আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন আর যদি তারা (তোমার সঙ্গে) অভিযানে বের হবার জন্য

فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ

ফাছতা'যানূকা লিল্‌খুরূজি ফাকুল লান্ তাখরুজূ মা'ইইয়া আবাদাওঁ ওয়ালান তুক্বা-তিলূ মা'ইইয়া

অনুমতি প্রার্থনা করে তখন বলবে, 'আমার সাথে কক্ষনো বের হতে পারবে না আর কক্ষনো আমার সঙ্গে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না,

عَدُوًّا ؕ اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا مَعَ الْخٰلِفِيْنَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُصَلِّ

'আদুওওয়া-; ইন্নাকুম রদীতুম বিল্ কু'উদি আও ওয়াল মাররতিন ফাক্ব'উদূ মা'আল খ-লিফীন। ৮৪। ওয়া লা- তুছল্লি

তোমরা প্রথমবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাকেই বেশি পছন্দ করে নিয়েছো, কাজেই (এখন) পিছ-পড়াদের সাথেই বসে থাক। ৮৪. তাদের কেউ

عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'আলা- আহাদিম মিনহুম মা-তা আবাদাওঁ ওয়া লা- তাকুম 'আলা- ক্বব্‌রিহ; ইন্নাহুম কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া রছূলিহী

মারা গেলে তুমি কক্ষনো তাদের জন্য (জানাযার) নামায পড়বে না, আর তাদের কবরের পাশে দণ্ডায়মান হবে না। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে

وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ

ওয়া মা- তূওয়া হুম ফা-ছিক্বূন। ৮৫। ওয়া লা- তু'জিবকা আম্‌ওয়া-লুহুম ওয়া আওলা-দুহুম; ইন্নমা- ইয়ুরীদুল্ল-হু

কুফুরী করেছে আর বিদ্রোহী পাপাচারী অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। ৮৫. তাদের মালধন আর সন্তান-সন্ততি তোমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে না দেয়,

اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَاِذَآ اُنْزِلَتْ

আই ইয়ু'আযিবাহুম বিহা- ফিদ্দুনইয়া- ওয়া তাযহাক্ব আনফুছুহুম ওয়া হুম কা-ফিরূন। ৮৬। ওয়া ইযা- উন্‌যিলাত

দুনিয়াতে আল্লাহ সে সব দিয়েই তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছে করেন আর কাফির অবস্থায় যেন তাদের প্রাণবায়ু নির্গত হয়। ৮৬. যখন কোন সূরাহ

سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ

ছূরাতুন আন্ আ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া জা-হিদূ মা'আল রছূলিহিছ তা'যানাকা উলূত্ ত্বওলি মিনহুম

অবতীর্ণ করা হয় যে, 'আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর আর তাঁর রসূলের সঙ্গে থেকে জিহাদ কর- তখন শক্তি-সামর্থ্য সম্পন্ন লোকেরা তোমার নিকট

وَقَالُوْا ذَرْنَا نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ ﴿٨٧﴾ رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ

ওয়া ক্বা-লূ যারনা- নাকুম মা'আল ক্বা-'ইদীন। ৮৭। রদূ বিআন্ ইয়াকূনূ মা'আল খওয়া-লিফি ওয়া ত্বুবি'আ

অব্যাহতি প্রার্থনা করে আর বলে, 'আমাদেরকে রেহাই দিন, যারা (ঘরে) বসে থাকে আমরা তাদের সঙ্গেই থাকব। ৮৭. তারা পিছনে (ঘরে বসে)

৮৩-৮৪ নং আয়াত : আবদুল্লাহ ইবনু উবাই যখন মারা গেল, তখন তার ছেলে রাসূল (সা:)-এর দরবারে আসলেন এবং তার পিতাকে রাসূল (সা:)-এর জামাটি দিয়ে কাফন দেবার আবেদন করলেন। রাসূল (সা:) জামা প্রদান করলেন এবং জানাযার নামায পড়ানোর জন্য (বসা থেকে) উঠে দাঁড়ালেন। তখন উমর (রা:) রাসূল (সা:)-এর কাপড় টেনে ধরে আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তার জানাযার নামায আদায় করতে যাচ্ছেন? অথচ আপনার রব আপনাকে তার জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সা:) বললেন, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে আমাকে (দোয়া) করা বা না করার সুযোগ দিয়েছেন। আর আল্লাহ তো ইরশাদ করেছেন, "তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর আর না কর; যদি সত্তর বারও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তবু আমি তাদের ক্ষমা করব না"। সুতরাং আমি তার জন্য সত্তর বারের চেয়েও বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করব। উমর (রা:) বললেন, সে তো মুনাফিক, শেষ পর্যন্ত রাসূল (সা:) তার জানাযার নামায আদায় করলেন, এরপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয়- "তাদের (মুনাফিকদের কেউ মারা গেলে আপনি কক্ষনো তাদের জানাযার নামায আদায় করবেন না এবং তাদের কবরের কাছেও দাঁড়াবেন না।)" [বুখারী ৪৬৭০ | মুসলিম ২৭৭৪]

الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى الْاَرْضِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿٧٤﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ

দুনইয়া- ওয়াল আ-খিরাতি; ওয়া মা- লাহুম ফিল্ আরদ্বি মিঁও ওয়ালিইয়িওঁ ওয়া লা- নাছীর। ৭৫। ওয়া মিনহুম মান্

দুনিয়া ও আখেরাতে ভয়াবহ শাস্তি দিবেন। পৃথিবীতে তখন তার সাহায্যকারী হিসেবে কাউকে তারা পাবে না। ৭৫. তাদের মধ্যেকার কিছুলোক আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা

عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ

'আ-হাদাল্ল-হা লা'ইন্ আ-তা-না- মিন্ ফাদ্বলিহী লানাছ্ ছদ্দনা ওয়া লানাকূনান্না মিনাছ্ ছ-লিহীন। ৭৬। ফালাম্মা-

করেছিল, 'যদি তিনি আমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হতে দান করেন তবে আমরা অবশ্যই দান করব আর অবশ্যই সৎ লোকদের মধ্যে শামিল থাকব। ৭৫. অতঃপর আল্লাহ

اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿٧٦﴾ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ

আ-তা-হুম মিন্ ফাদ্বলিহী বাখিলূ বিহী ওয়া তাওয়াল্লাওঁ ওয়া হুম মু'রিদূন। ৭৭। ফাআ'ক্বাবাহুম নিফা-ক্বন ফী

যখন তাদেরকে স্বীয় করুণার দানে ধন্য করলেন, তখন তারা দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করল আর বে-পরোয়াভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল। ৭৭. পরিণামে আল্লাহর সঙ্গে কৃত

قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ﴿٧٧﴾

কুলূবিহিম ইলা- ইয়াওমি ইয়াল্ক্বাওনাহূ বিমা- আখলাফুল্ল-হা মা- ওয়া'আদূহু ওয়া বিমা- কা-নূ ইয়াকযিবূন।

তাদের ওয়াদা ভঙ্গের কারণে এবং মিথ্যাচারে লিপ্ত থাকার কারণে তাদের অন্তরে মুনাফিকী বদ্ধমূল করে দিলেন। এ দিন পর্যন্ত যেমনটা তারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿٧٨﴾

৭৮। আলাম ইয়া'লামূ আন্নাল্ল-হা ইয়া'লামু ছিররহুম ওয়া নাজওয়াহুম ওয়া আন্নাল্ল-হা 'আল্লা-মুল গুইয়ূব্।

৭৮. তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তাদের গোপন কথাবার্তা আর গোপন পরামর্শ সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহিত রয়েছেন আর অন্যান্য যে যাবতীয় অদৃশ্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন।

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الصَّدَقٰتِ وَالَّذِيْنَ لَا

৭৯। আল্ লাযীনা ইয়াল মিযূনাল মুত্ত্বওওঈ'ঈনা মিনাল মু'মিনীনা ফিছ্ ছদাক্বা-তি ওয়াল্ লাযীনা লা-

৭৯. মুমিনদের মধ্যে যারা মুক্ত হস্তে দান করে, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে আর সীমাহীন কষ্টে দানকারীদেরকে

يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ ؕ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

ইয়াজিদূনা ইল্লা- জুহ্‌দাহুম ফাইয়াছ্‌খরূনা মিনহুম; ছাখিরাল্ল-হু মিনহুম; ওয়ালাহুম আযাবুন

যারা বিদ্রূপ করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনার শিকার করেন আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ

اَلِيْمٌ ﴿٧٩﴾ اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

আলীম্। ৮০। ইছ্‌তাগ্‌ফির লাহুম আওলা- তাছ্‌তাগ্‌ফির লাহুম; ইন তাছ্‌তাগ্‌ফির লাহুম ছাব্‌'ঈনা মাররতান

শাস্তি। ৮০. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর (উভয়ই সমান), তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কক্ষনো

فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى

ফালাই ইয়াগ্‌ফিরল্ল-হু লাহুম; যা-লিকা বিআন্নাহুম কাফারূ বিল্লা-হি ওয়া রছূলিহ্; ওয়াল্ল-হু লা- ইয়াহ্‌দিল

তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। এটা এজন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে সঠিক পথ

الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ

কুওমাল ফা-ছিক্বীন। ৮১। ফারিহাল মুখাল্লাফূনা বিমাক্বা'আদিহিম খিলা-ফা রছূলিল্লা-হি ওয়া কারিহূ- আই

প্রদর্শন করেন না। ৮১. (তাবুক অভিযানে) যারা পিছনে থেকে গিয়েছিল তারা রসূলের বিরোধিতায় বসে থাকতেই আনন্দ প্রকাশ করেছিল আর

يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوْا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ؕ

ইয়ুজা-হিদূ বিআম্‌ওয়া-লিহিম ওয়া আনফুছিহিম ফী ছাবীলিল্ল-হি ওয়া ক্বা-লূ লা- তান্‌ফিরূ ফিল্‌হার্‌রি;

তাদের ধন-সম্পদ ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে তারা অপছন্দ করেছিল। তারা বলেছিল, 'গরমের মধ্যে অভিযানে বেরিয়ে না

■ইখফা ■ইখফা মীম সাকিন ■ইদগাম মীম সাকিন ■ইদগাম ■কলকুলা ■কুলব ■ওয়াহ

কুরআন শরীফে ব্যবহৃত ওয়াক্‌ফের (বিরতির) চিহ্ন এবং তার বিবরণ

○ — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে তাম বলে। আয়াত শেষে হলে এরূপ চিহ্ন দেয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ করতে হবে। তবে ওয়াক্‌ফে তাম-এর উপরে অপর কোন ওয়াক্‌ফ চিহ্ন থাকলে সে চিহ্ন অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ করতে হবে।

- — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে লাযেম বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা জরুরী। অন্যথায় অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ط — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে মতলক্ব বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

ج — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে জায়েয বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। তবে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

ز — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে মুজাওয়ায বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা না করা উভয়ই জায়েয। তবে ওয়াক্‌ফ না করা উত্তম।

ل — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে মান্‌যিল বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করতে হয়।

س — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে মুরাখখাছ বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়া ভাল। তবে নিঃশ্বাস শেষ হয়ে আসলে ওয়াক্‌ফ করা জায়েয।

قف — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে আমর বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা উত্তম।

ق — এই চিহ্নকে ক্বীলা আলাইহি ওয়াক্‌ফুন বলে। কেউ কেউ এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করার পক্ষে এবং কেউ কেউ না করার পক্ষে অভিমত পেশ করেছেন। তবে অধিকাংশের অভিমত ওয়াক্‌ফ না করা উত্তম।

لا — এই চিহ্নকে লা ওয়াক্‌ফা আলাইহি বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ না করে পরের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে।

صلے — এই চিহ্নকে আল ওয়াছলু আওলা বলে। এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ না করা উত্তম। তবে ওয়াক্‌ফ করলেও ক্ষতি নেই।

سكتة — এই চিহ্নকে সাক্‌তাহ্ বলে। এরূপ স্থানে স্বর ভঙ্গ করতে হয়; কিন্তু দম ছাড়তে হয় না।

وقفة — এরূপ চিহ্নিত স্থানে দম ছাড়তে হয় না; কিন্তু স্বর দীর্ঘ ভঙ্গ করতে হয়, যাতে ওয়াক্‌ফ করার নিকটবর্তী হয়।

∴ — এই চিহ্নকে মু'আনাক্বা বলে। শব্দ কিংবা বাক্যের ডানে এবং বামে দু'পাশে এই চিহ্ন দেয়া হয়। তিলাওয়াতকালে এরূপ ক্ষেত্রে প্রথম স্থানে ওয়াক্‌ফ করলে দ্বিতীয় স্থানে মিলিয়ে পড়তে হয়। অথবা প্রথম স্থান মিলিয়ে পড়লে দ্বিতীয় স্থানে ওয়াক্‌ফ করতে হয়।

م — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে নবী বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা অতি উত্তম।

ع — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে গোফরান বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা অতি উত্তম। কারণ এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করলে গুনাহ্ মাফ হয়।

ع — এই চিহ্নকে ওয়াক্‌ফে জিবরাঈল বলে।এরূপ স্থানে ওয়াক্‌ফ করা বরকতপূর্ণ।

সাজদা- কুরআন শরীফে মোট ১৪ স্থানে (ইমাম শাফেয়ীর মতে ১৫ স্থানে) তিলাওয়াতে সাজদা আছে। সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদা করতে হবে। সাজদারত অবস্থায় তিন বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى পড়ে পুনরায় اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে সাজদা থেকে উঠতে হবে। কোন কারণবশত তাৎক্ষণিকভাবে সাজদা করা সম্ভব না হলে পরবর্তীতে অবশ্যই সাজদা করতে হবে।

আলিফে যায়িদা- যে আলিফ লেখায় আসে; কিন্তু পড়ায় আসে না তাকে আলিফে যায়িদা বলে। এরূপ আলিফের উপর ক্ষুদ্র বৃত্ত (০) দেয়া হয়েছে।

ع-রুকূ'র চিহ্ন। ع হরফের উপরের নাম্বারটি সূরার রুকূ'র সংখ্যা, নিচের নাম্বারটি পারার রুকূ'র সংখ্যা এবং মধ্যের নাম্বারটি দু' রুকূ'র মধ্যবর্তী আয়াতের সংখ্যা বুঝানো হয়েছে।

মক্কায় অবতীর্ণ

সূরা-১১৪ : আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আয়াত : ৬
রুকূ : ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾

১। কুল আ'উযু বিরব্বিন না-হু ২। মালিকিন্ না-হু ৩। ইলা-হিন্ না-হু

১. বল, 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, ২. মানুষের অধিপতির, ৩. মানুষের প্রকৃত ইলাহের,

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ

৪। মিন্ শার্‌রিল ওয়াছ ওয়া-ছিল খন্‌না-ছ। ৫। আল্ লাযী ইউ ওয়াছ্ উইছু ফী ছুদূরিন্

৪. যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে। ৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের

النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿۶﴾

না-ছ ৬। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্ না-ছ।

অন্তরে ৬. (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিন্নের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।

রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাস এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস তিন বার পাঠ করবে; তবে তা সব কিছুর ক্ষেত্রে তার জন্য যথেষ্ট হবে। [তিরমিযী | ৩৫৭৫]

রাসূল (সা:) তাঁর সাহাবীদেরকে বলেছেন, তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে অসাধ্য মনে কর? তখন সাহাবীরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কার সাধ্য আছে যে, এমনটি পারবে? রাসূল (সা:) বললেন, "কুল হুওয়াল্ল-হু আহাদ" অর্থাৎ সূরা ইখলাস কুরআন শরীফের এক-তৃতীয়াংশ। [বুখারী ৫০১৫]

রাসূল (সা:) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস কে ভালোবাসে আল্লাহ তায়ালা তাকে ভালবাসেন। [বুখারী | ৭৩৭৫]

রাসূল (সা:) প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস্ পাঠের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। [আবু দাউদ | ১৫২৩]

আয়েশা (রা:) বলেন, প্রতি রাতে রাসূল (সা:) শয্যা গ্রহনকালে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁক দিয়ে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। মাথা ও মুখ থেকে শুরু করে তাঁর দেহের সম্মুখভাগের উপর হাত বুলাতেন এবং তিনবার করে এরূপ করতেন। [বুখারী | ৫০১৭]

আয়েশা (রা:) বলেন, রাসূল (সা:) লাবীদ ইবনু আসাম নামক এক ইহুদী দ্বারা জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ঐ জাদু থেকে মুক্তির জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস নাযিল হয়। [বুখারী | ৬০৬৩]

ইখফা ইখফা মীম সাকিন ইদগাম মীম সাকিন ইদগাম কলকলা কলব ওয়াহ্